দৈনিক সংবাদ

JAN. 31 2000
তারিখ ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৬

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি জটিল হচ্ছে

নাসিরউদ্দিন তোতা ও নিরূপম দাশগুপ্ত, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান অচলাবস্থা নিরসনের কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। বরং পরিস্থিতি দিনের পর দিন জটিল আকার ধারণ করছে। একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজে যোগ দেয়ার জন্য উপাচার্যের আহ্বান তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা প্রত্যাখ্যান করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বাস-ট্রেন চালকরা গাড়ি চালাতে অসম্মতি জানিয়েছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের জীবন অনিশ্চিত গন্তব্যে এগোচ্ছে। এদিকে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের ৪টি গ্রুপের দ্বন্দ্বও প্রশাসনকে বেকায়দায় ফেলেছে।

অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় গতকাল নগরীর জামাত শিবির অধ্যুষিত চকবাজার, চন্দনপুরা, বাকলিয়া এলাকায় পুলিশ সাঁড়াশি অভিযান চালিয়ে আরো ৩০ জন শিবির নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে। এদের মধ্যে ১৫ জনের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা রয়েছে। এর আগে ক্যাম্পাস থেকে তাদের ৫৪ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠানো হয়।

গত ১৬ই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পূর্বদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। ইসলামী ছাত্র শিবির ও তাদের সমর্থিত সন্ত্রাসবিরোধী ছাত্র ঐক্য ক্যাম্পাসে শিবির নেতা হত্যাকারীদের গ্রেফতার, ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার অবরোধের ডাক দেয়। গতকাল অবরোধের ১৫ তম দিনেও ভার্সিটির অচলাবস্থা অব্যাহত ছিল। ভার্সিটির অচলাবস্থা নিরসনের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ গত ১৭ই জানুয়ারি লিয়াজোঁ কমিটি গঠন করেন। কিন্তু গত সোমবার রাতে ক্যাম্পাস থেকে ৫৪ জন শিবির নেতা-কর্মীকে গ্রেফতারের জের ধরে লিয়াজোঁ কমিটির প্রধান আবদুস সালাম ও প্রফেসর সামছুদ্দিন কাজ করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এমতাবস্থায় সমঝোতার উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়। বর্তমানে চট্টগ্রামের এক প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানা গেছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যের মধ্যে সমন্বয়হীনতাও অচলাবস্থা নিরসনকে দীর্ঘায়িত করছে। উপাচার্য কিভাবে প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে যাচ্ছেন তা উপ-উপাচার্য জানেন না বলে সূত্র জানায়। তাদের মধ্যে সমন্বয় নেই। কদিন আগে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রলীগের ক্যাডারকে গ্রেফতারের অভিযান চালালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার এক কর্মকর্তাকে পার্বত্য এলাকায় বদলি করা হয়। তাই পুলিশও কোন কঠোর পদক্ষেপ নিতে অনাগ্রহী হয়ে পড়েছে। এদিকে বিরোধীদলীয় ছাত্র ঐক্য আজ রোববার বিকেলে লালদিঘি মাঠে সমাবেশের ডাক দিয়েছে। সেই সমাবেশ থেকে আগামী ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে আঞ্চলিক হরতাল ডাকা হতে পারে বলে শিবিরের এক প্রভাবশালী নেতা জানান।